আশ্চর্য্য ও আনন্দের কথা এই যে—যাহার জিহ্বার অগ্রভাগে তোমারই সুখের জন্য তোমার নাম বিদ্যমান আছে, এমন শ্বপচও গুরুজনের মত পূজনীয় ও আদরনীয়। কারণ যাহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করে, তাহারা সমস্ত তপস্যা, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত তীর্থস্নান, সমস্ত ভগবৎস্বরূপের অর্চ্চন এবং নিখিল বেদাধ্যায়ন করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত দুইটি শ্লোকের শ্রীধরস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা লিখিতেছেন—যাঁহার শ্রীনামের শ্রবণ ও নিরন্তর কীর্ত্তন হইতে কুক্কুর ভক্ষণ করে যে শ্বাদ অর্থাৎ শ্বপচ, সেও সবন-যাগ করিতে যোগ্য হয়। কেন যোগ্য হয়, তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন। "অহোবত" অর্থাৎ বড়ই আশ্চর্য্যের কথা—যাহার জিহ্বার অগ্রভাগে তোমার নাম বিদ্যমান্ আছে সে শ্বপচও, এইজন্য গরীয়ান্ অর্থাৎ গুরুসম পূজ্য। অথবা যেহেতু তোমার নাম তাহার জিহ্বায় বিদ্যমান আছে, এইজন্য সে শ্বপচ হইয়াও গুরুসম পূজ্য হইয়া থাকে। শ্রীনাম জিহ্বাতে থাকিলেই শ্বপচও গুরুসম পূজ্য হয় কেন ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—তাঁহারাই সর্ব্ব তপস্যা করিয়া থাকেন এবং সর্ব্বতীর্থে স্নানাদি করিয়া থাকেন। তপস্যা প্রভৃতি তোমারই নামকীর্ত্তনের অন্তর্ভুক্ত। অতএব, সেই নামকীর্ত্তনকারীগণ পুণ্যতম—শ্লোকের এইপ্রকার মর্ম্মার্থ ই বুঝিতে হইবে। এই পর্য্যন্ত শ্রীস্বামীপাদকৃত ব্যাখ্যা॥

শ্রীভগবানও শ্রীউদ্ধবের নিকটে ১১।১৪ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ।

হে উদ্ধব! যে ভক্তি আমাতে নিষ্ঠা-দশা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই ভক্তি শ্বপাককেও জাতি-দোষ হইতে শোধন করিয়া থাকে।

এস্থানে নিষ্ঠাভক্তি দুর্জ্জাতিদোষ হরণ করেন বলিয়া প্রারব্ধহারিত্বের দৃষ্টান্ত স্পষ্টরূপেই প্রকাশ পাইয়াছে। এইপ্রকার শ্রীহরিভক্তি প্রারব্ধ পাপ-হেতুক ব্যাধি প্রভৃতির হরত্বও স্কন্দপুরাণে দেখানো হইয়াছে। যথা—

আধয়ো ব্যাধয়ো যস্য স্মরণান্নামকীর্ত্তণাৎ।
তদৈব বিলয়ং যান্তি তমনন্তং নমাম্যহম্॥

যাহার স্মরণে ও নামকীর্ত্তনে আধি ব্যাধি প্রভৃতি তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, সেই অনন্ত শক্তিমান্ শ্রীভগবান্‌কে আমি নমস্কার করিতেছি।

শ্রীনামকৌমুদীতেও কখন বা কোন অধিকারীবিশেষে উপাসকের ইচ্ছাবশে শ্রীভগবদ্ভক্তির প্রারব্ধপাপহারিত্ব উল্লেখ করা হইয়াছে।